[redacted]

[redacted] (AP.)-[redacted]

পরে ফ্রান্সের সরকার ওই স্কুল শিক্ষককে দেশটির সর্বোচ্চ মরণোত্তর পদকে ভূষিত এবং বিভিন্ন ভবনের গায়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিতর্কিত সেই কার্টুনের প্রদর্শন শুরু করে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এই কার্টুনের প্রদর্শনের ব্যবস্থার নির্দেশ দেন।

এসব ঘটনার প্রতিবাদে আরব উপসাগরীয় অঞ্চলসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফ্রান্সের পণ্য বর্জন শুরু হয়। পরে চলমান করোনা পরিস্থিতি পণ্য বর্জনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে- এমন আশঙ্কায় আরব দেশগুলোর প্রতি পণ্য বর্জন বন্ধের অনুরোধ জানায় দেশটি।

রিফাত হত্যা: রায়ের অপেক্ষায় অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ আসামি

সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়া ভিডিও ফুটেজে গত বছর ২৬ জুন রিফাত শরীফকে নির্মমভাবে রাম দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যার এই দৃশ্য ধরা পড়ে। ছবি: সংগৃহীত
বরগুনার আলোচিত রিফাত শরীফ হত্যা মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ আসামির রায় ঘোষণা করা হবে আজ। গত ১৪ অক্টোবর আসামিদের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে বরগুনা শিশু আদালতের বিচারক মো. হাফিজুর রহমান রায়ের এই দিন ধার্য করেন। মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে বরগুনা জেলা কারাগার থেকে আদালতে আনা হয়েছে কারাগারে থাকা ৬ আসামিকে। জামিনে থাকা বাকি ৮ আসামিও সকালে হাজির হয়েছেন আদালত প্রাঙ্গণে।

এর আগে, গত ৩০ সেপ্টেম্বর এই মামলার প্রাপ্তবয়স্ক ১০ আসামির বিচারের রায় ঘোষণা করেন বরগুনা জেলা দায়রা জজ মো. আছাদুজ্জামান। ১০ আসামির মধ্যে নিহত রিফাত শরীফের স্ত্রী আয়শা সিদ্দিকাসহ ছয়জনকে মৃত্যুদণ্ড দেন আদালত।

মামলায় ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, মো. রাকিবুল হাসান ওরফে রিফাত ফরাজী (২৩), আল কাইয়ুম ওরফে রাব্বি আকন (২১), মোহাইমিনুল ইসলাম সিফাত (১৯), রেজোয়ান আলী খান হৃদয় ওরফে টিকটক হৃদয় (২২),

মো. হাসান (১৯) ও আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি (১৯)। এছাড়া বেকসুর খালাসপ্রাপ্তরা হলেন, মো. মুসা (২২), রাফিউল ইসলাম রাব্বি (২০), মো. সাগর (১৯) ও কামরুল হাসান সায়মুন (২১)।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২৬ জুন বরগুনা সরকারি কলেজের সামনে রিফাতের ওপর হামলা হয়। পরে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। ঐ বছর ১ সেপ্টেম্বর ২৪ জনকে অভিযুক্ত করে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্তবয়স্ক দুইভাগে বিভক্ত করে আদালতে প্রতিবেদন দেয় পুলিশ। এর মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক ১০ জন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ জনকে আসামি করা হয়েছে। মোট ৭৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়েছে এ মামলায়। আলোচিত এ হত্যা মামলার রায়ের দিকে নজর থাকবে আজ গোটা দেশবাসীর।

যেভাবে ঘটে হত্যাকাণ্ড

রিফাত শরীফকে কোথায়, কখন কীভাবে হত্যা করা হয়েছিল তার একাধিক ভিডিও ফুটেজ ভাইরাল হয় বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এ ভিডিও ফুটেজে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হত্যাকাণ্ডের চিত্র দেখা গেছে। কত জন কীভাবে হত্যার মিশন শুরু করে সেটিও মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে ফুটেজ থেকে।

পুলিশের তদন্ত, প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা ও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজ থেকে জানা যায়, গত বছরের ২৬ জুন সকালে রিফাত শরীফ সাদা রঙের মোটরবাইকে করে বরগুনা সরকারি কলেজের গেটের সামনে আসেন। এরপর তিনি কলেজের ভেতরে প্রবেশ করেন। ভেতরে প্রবেশের কিছু সময় পর ঘটনাস্থলে আসে রিফাত ফরাজী। আরো দুই থেকে তিন মিনিট পর ঘাতকদের এক জন রিফাত ফরাজীর দুই-তিন সঙ্গী কলেজে ঢোকে।

একপর্যায়ে দেখা যায়, রিফাত শরীফ ও তার স্ত্রী আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি কলেজ থেকে বের হন। এর একটু পর রিফাত ফরাজীর নেতৃত্বে আট থেকে ১০ জন রিফাত শরীফকে ধরে ফেলে। কিল, ঘুষি দিতে দিতে তারা তাকে ফটকের সামনের সড়ক থেকে পূর্ব দিকে নিয়ে যায়। সেখানেই প্রথম দেখা যায় নয়ন বন্ড ও অন্যদের।

ভিডিওতে দেখা যায়, রিফাত ফরাজী ও তার অপর এক সহযোগী দৌড়ে কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে রাখা দুটি রামদা নিয়ে আসে। এর একটি রামদা নয়নের হাতে দেয় রিফাত ফরাজী। এরপর তারা দুই জন মিলে এলোপাতাড়ি কোপাতে শুরু করে রিফাত শরীফকে। আর তাদের দায়ের কোপ থেকে স্বামীকে বাঁচাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন স্ত্রী মিন্নি। তবে পরে পুলিশের তদন্তে বলা হয়েছে, মিন্নিও এই হত্যাকাণ্ডের এক জন

পরিকল্পনাকারী। তাই পরে তাকেও আসামি করা হয়েছে। মিন্নি নয়নের সঙ্গে তার বিয়ের বিষয়টি গোপন করেই রিফাত শরীফকে বিয়ে করেছিলেন।

ভিডিওতে দেখা যায়, রিফাত শরীফকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করার পর রিফাত ফরাজী ও নয়ন বন্ড রামদা হাতে সবার সামনে দিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে ঘটনাস্থলের পশ্চিম দিকে চলে যাচ্ছে। তখন রিফাত শরীফের রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার কাপড়চোপড়। সেখান থেকে তাকে কে বা কারা রিকশায় তুলে হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে ঐদিন বিকাল ৩টার দিকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যালে মারা যান রিফাত শরীফ।

পুলিশ জানায়, হত্যাকাণ্ড ছিল একদম পরিকল্পিত। কেউ কিছু আঁচ করার আগেই ঘাতকরা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছিল। কীভাবে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে রিফাত শরীফের ওপর হামলা করা হবে সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে একটি বৈঠকও হয়েছিল। তবে নয়ন বন্ড পুলিশের সঙ্গে ‘বন্দুকযুদ্ধে’ নিহত হওয়ায় তাকে বাদ দিয়ে বাকি আসামিদের বিচার শুরু হয়।

কালিয়ায় ছাত্রলীগের দু’পক্ষের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি

নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় ছাত্রলীগের দুই পক্ষের পালাপাল্টি মিছিল ও সমাবেশ ডাকায় সংঘাত এড়াতে পৌরশহরে মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

এর আগে নড়াইল জেলা ছাত্রলীগ কালিয়া উপজেলা ও পৌর ছাত্রলীগের ২টি কমিটি গঠন করলে তার বিপরীতে পদবঞ্চিতরা উপজেলা ও পৌর ছাত্রলীগের পাল্টা কমিটি গঠন করে।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘ আট বছর পর গত ২২ অক্টোবর নড়াইল জেলা ছাত্রলীগ উপজেলায় এফ এম সোহাগকে সভাপতি ও রাইসুল ইসলাম পান্নুকে সাধারণ সম্পাদক এবং এমএম তানবীরুল ইসলামকে সভাপতি ও প্রশান্ত কুমার দাশকে সাধারন সম্পাদক করে কালিয়া পৌর ছাত্রলীগের

কমিটি গঠন করে। ওই কমিটি গঠনের খবর ছড়িয়ে পড়লে ক্ষুব্দ হয়ে ওঠে পদবঞ্চিতরা।

পরদিন ২৩ অক্টোবর তারা জেলা ছাত্রলীগের গঠন করা কমিটিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে পৌরশহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। এসময় ইয়ামিন বিশ্বাসকে সভাপতি ও মহিবুল হক অনিককে সাধারণ সম্পাদক করে উপজেলা এবং নিয়ামত হোসেনকে সভাপতি ও রাইসুল ইসলাম হৃদয়কে সাধারণ সম্পাদক করে পৌর ছাত্রলীগের পাল্টা কমিটি গঠন করে।

পরে নিজ নিজ গ্রুপের নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জানাতে উভয় পক্ষ মঙ্গলবার বিকাল তিনটায় পাল্টাপাল্টি মিছিল ও সমাবেশের ডাক দেয়। এতে উভয় পক্ষের নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তাই সংঘাত এড়াতে মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কালিয়া পৌরশহরে সকল ধরনের সভা, সমাবেশ, মিছিলসহ অস্ত্র গোলাবারুদ বহন নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

কালিয়ার ইউএনও মো. নাজমুল হুদা বলেন, ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ একই সময়ে পৌরশহরে মিছিল ও সমাবেশ আহ্বান করায় সংঘাত এড়াতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

২ ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ, খুলনার সাথে রেল যোগাযোগ বন্ধ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার সাফদারপুর রেল স্টেশনে মালবাহী- তেলবাহী দুই ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে খুলনা-ঢাকা-রাজশাহী- গোয়ালন্দ ও পাবর্তীপুরসহ উত্তরবঙ্গ রেল পথে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। মঙ্গলবার রাত ২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র ও সাফদারপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো ওজিউর রহমান জানান, রাত ১টা ৫০ মিনিটের সময় দুই ট্রেনের এ মুখোমুখি সংর্ঘষ হয়। এ সময় স্টেশনের একটি লাইনে অপেক্ষমান ছিল দর্শনা থেকে

খুলনাগামী পাথরবাহী একটি মাল ট্রেন।

অপরদিকে খুলনা থেকে পাবর্তীপুরগামী তেলবাহী একটি ট্রেন একই লাইনে ঢুকে মুখোমুখি ধাক্কা মারে। এতে তেলবাহী (ডিজেল ভর্তি) ট্রেনের তিনটি ওয়েল ট্রাঙ্কার লাইনচ্যুত হয়ে বেঁকে ভেঙ্গে ডিজেল তেল বগলা দিয়ে পড়তে থাকে। পাথরবাহী ট্রেনটির তেমন কোন ক্ষতি না হয়নি।

সাফদারপুরের কর্তব্যরত স্টেশন মাস্টার আঃ ওহাব বিশ্বাস মোবাইল ফোনে জানান, স্টেশনে খুলনাগামী মালবাহী ট্রেন অপেক্ষমান থাকা অবস্থায় পাবর্তীপুরগামী তেলবাহী ট্রেনটি সিগন্যাল অমান্য করে একই লাইনে ঢুকে মুখোমুখি ধাক্কা মারে। এতে ৩টি ডিজেল ট্রাঙ্কার থেকে ৫০ হাজার করে আনুমানিক দেড় লক্ষাধিক লিটার ডিজেল পড়ে যায়।

তেলবাহী ওই ট্রেনের ড্রাইভার আনিসুর ঘুমাচ্ছিল বলে তিনি মন্তব্য করেন। ওই ট্রেনের ইঞ্জিন ভেঙ্গে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সকাল সাড়ে ৬টার দিকে স্টেশনে উপস্থিত থাকা অপর স্টেশন মাস্টার গোলাম মোস্তাফা জানান, তেলবাহী ট্রেনের ড্রাইভারের ভুলের কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে ।

স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা জানায়, এসময় বিকট শব্দ হলে গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে এসব ট্যাঙ্কার থেকে পড়তে থাকা ডিজেল যে যার মতো হাড়ি, কলসি, বালতি বদনা মগসহ বিভিন্ন পাত্রে করে নিতে থাকে।

এদিকে সকাল ৭টার দিকে ঈশ্বরদী থেকে উদ্ধারকারী ট্রেন ও কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধারকাজ শুরু করে। তবে লাইন ঠিক হতে কত সময় লাগবে তা কেউ বলতে পারেনি।

আরও ৩০ ব্যক্তির মুক্তিযোদ্ধা সনদ বাতিল

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রমাণ না পাওয়ায় আরও ৩০ ব্যক্তির মুক্তিযোদ্ধা সনদ বাতিল করা হয়েছে।

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের (জামুকার) ৬৮তম সভায় সুপারিশের ভিত্তিতে তাদের সনদ বাতিল করে গত ১৮ অক্টোবর গেজেট জারি করেছে সরকার।

যাদের সনদ বাতিল হয়েছে, তারা হলেন- কুমিল্লার মরহুম সাদেক আলী ও আবদুল গফুর আজাদ এবং চাঁদপুরের মো. শফিকুর রহমান হাওলাদার, মো. ফয়েজ উল্লা খাঁন, মো. নজরুল ইসলাম, মো. খলিলুর রহমান ও মৃণাল কান্তি সাহা।

নারায়ণগঞ্জের মো. তারা মিয়া, মো. নুরুল ইসলাম, মৃত মো. আ. জলিল ও মো. আ. হাকিম।

যশোরের মৃত অমূল্য রতন বিশ্বাস, মৌলভীবাজারের উত্তম দাস, মাগুরার মো. ফুল মিয়া, নীলফামারীর মো. জিএম জুলফিকার, জামালপুরের একেএম ফজলুল হক, নরসিংদীর আ. হাই এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের মৃত মো. ইসাহাক মিয়া।

নওগাঁর মো. আনিসুর রহমান, মো. আনিসুর রহমান খান ও মো. খোরশেদ আলী; কুড়িগ্রামের মো. রমজান আলী ও মৃত অহিদ আলি; পাবনার মো. হোসেন আলী, মো. আজিজুল হক, মো. মুক্তার হোসেন ও মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন এবং নাটোরের মো. শমসের আলী ও মো. মমতাজ আলী মণ্ডল।

এর আগে গত জুলাই মাসে ১৩৪ জনকে মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির গেজেট বাতিল করা হয়। এ ছাড়া গত ৭ জুন বিমানবাহিনী ও বিজিবিতে যোগ দেয়ার সময় গেজেটভুক্ত হয়েছিলেন এমন এক হাজার ১৮১ জনের মুক্তিযোদ্ধা সনদও বাতিল করা হয়েছে। তবে পরে হাইকোর্ট সেই আদেশ স্থগিত করে দেন।

চীনের সঙ্গে যুদ্ধের তারিখ ঠিক করে ফেলেছেন মোদি, বললেন

বিজেপি নেতা

বেশ কিছু দিন ধরেই চীনের সঙ্গে সীমান্তে উত্তেজনা চলছে ভারতের। সম্প্রতি মুখোমুখি সংঘর্ষও হয়েছে দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে। এতে কমপক্ষে ২০ জন ভারতীয় সেনা নিহতও হয়েছেন।

ইতোমধ্যে উভয় দেশই সীমান্তে বিভিন্ন ভারী সাজোয়া যান ও যুদ্ধ বিমান মোতায়েন করেছে। সীমান্তজুড়ে সমাবেশ করেছে হাজার হাজার সেনা।

দফায় দফায় বৈঠক করেও প্রশমিত হয়নি উত্তেজনা। আসছে শীতে উত্তেজনা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে।
এর মধ্যেই সীমান্ত উত্তেজনা নিয়ে বক্তব্য দিয়ে হইচই ফেলে দিলেন দেশটির উত্তরপ্রদেশ বিজেপি সভাপতি স্বতন্ত্র দেব সিং। এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

কয়েক সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে স্বতন্ত্র দেব সিং-কে বলতে শোনা যাচ্ছে, “রাম মন্দির তৈরি ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের তারিখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই ঠিক করেছিলেন। ঠিক তেমনিভাবে পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে যুদ্ধের তারিখও তিনি ঠিক করে রেখেছেন। সেই অনুযায়ী কাজ হবে।”

জানা গেছে, গত শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের এক বিজেপি বিধায়ক সঞ্জয় যাদবের বাড়িতে গিয়েছিলেন রাজ্য সভাপতি স্বতন্ত্র দেব সিং। সেখানে গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে এই মন্তব্য করেন তিনি। এর পাশাপাশি সমাজবাদী পার্টি ও বহুজন সমাজ পার্টির কর্মীদের সঙ্গে জঙ্গিদেরও তুলনা করেন। পরে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে স্থানীয় সংসদ সদস্য রবীন্দ্র কুশওয়া জানান, দলীয় কর্মীদের উজ্জ্বীবিত করার জন্য এই মন্তব্য করেছেন উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সভাপতি। সূত্র: সংবাদ প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কোনো নির্বাচন জোটগত হওয়া প্রয়োজন। তৃণমূলে যেসব জায়গায় জোটের অন্য দলের শক্তিশালী প্রার্থী আছে তা তাদেরকে ছাড় দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অতীতে কোনো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জোট শরিকদের ছাড় দেওয়ার নজির নেই। সেসব কারণে তৃণমূলে জোটের শরিকরা ক্ষুব্ধ। আগামী ডিসেম্বর থেকে পৌরসভা নির্বাচন হবে। এ নির্বাচনে জোটগত প্রার্থী দিতে চায় আওয়ামী লীগের শরিকরা। তবে আওয়ামী লীগের একলা চলো নীতির কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না বলেও মনে করেন জোটের একাধিক নেতা।

১৪-দলের একাধিক নেতা এও জানান, শরিকদের কেউ কেউ মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়ার আশা এখনো ছাড়েননি। তাই তারা চুপচাপ আছেন। আওয়ামী লীগের সঙ্গে দূরত্বের বিষয়ে গণমাধ্যমে কথাবার্তা বলে সরকারের বিরাগভাজন হতে চাইছেন না তারা।

এ প্রসঙ্গে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ সভাপতি সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন, ‘যে সময় ১৪-দলীয় জোট গঠন করা হয়েছিল তখনই বলা হয়েছিল যুগপৎ আন্দোলন, সংসদ নির্বাচন ও সরকার গঠন একসঙ্গে হবে। অতীতে আমরা তাই করেছি। সে কারণে স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। আগামীতে যেসব স্থানীয় সরকার নির্বাচন হতে যাচ্ছে বা হবে সেগুলো নিয়েও কোনো আলোচনার প্রয়োজন নেই। এর মানে এই নয় যে, আওয়ামী লীগ ‘একলা চলো নীতি’ বা জোট শরিকরাও ‘একলা চলো’ নীতিতে চলছে। সেক্ষেত্রে ১৪-দলের শরিকদের শক্তিশালী প্রার্থী না থাকলে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে সমর্থন দেওয়া হয়। আর জোটের প্রার্থী থাকলে তারা আলাদা নির্বাচন করে।’

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ সভাপতি শরীফ নুরুল আম্বিয়া বলেন, ১৪-দলীয় জোটের ফ্যাংশন বলতে কিছু নেই। আওয়ামী লীগ একচ্ছত্রভাবে দেশ পরিচালনা করছে। এখন নানা সামাজিক অপরাধ, ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটছে। আমরা এগুলো সাপোর্ট করি না। সরকার দুর্নীতি বন্ধে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, সেটাকে স্বাগত জানাই। কিন্তু তাদের ছত্রছায়ায় বড় বড় দুর্নীতি-পুকুর চুরি হলো, সেগুলো বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, আমি জানি না, সরকার এখন ১৪ দল নিয়ে কী ভাবছে? আমরা এখন নিজ দল নিয়ে ভাবছি। কীভাবে মানুষের কল্যাণ করা যায়, সেগুলো চিন্তা করছি।’

ন্যাপের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন বলেন, ২৩ দফার ভিত্তিতে ১৪-দল গঠিত হয়েছিল। সেই ২৩ দফা ধরে নির্বাচন, সরকার

গঠন, যুগপৎ আন্দোলন সবকিছু হবে। এখন ১৪ দলের সে ভূমিকা নেই। সমাজে অন্যায় অবিচার-ব্যভিচার বাড়ছে। অন্যায়, ধর্ষণের বিরুদ্ধে ১৪-দলের কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা পারছি না। না পারার ফলে এক ধরনের রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

১৪-দল যদি জোটগতভাবে ভূমিকা না রাখতে পারে তাহলে মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হবে না। জানি না, এগুলো নিয়ে আওয়ামী লীগ কী ভাবছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে জোটের দুই নেতা জানান, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন কৌশল নিয়ে এগোচ্ছে ১৪-দল। বিরোধী দলের ভূমিকায় একাধিক দলকে সক্রিয় রেখে বিএনপিকে আরও চাপে রাখতে চায় আওয়ামী লীগ।
বিডি প্রতিদিন

বাংলাদেশি হ্যাকারদের আক্রমণে নাজেহাল ফ্রান্স, সতর্কতা জারি

বাংলাদেশি হ্যাকারদের ভয়ে ফ্রান্সজুড়ে সতর্কতা জারি করেছে দেশটির কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশি হ্যাকার কমিউনিটি ‘সাইবার ৭১’ সহ বিভিন্ন দেশের হ্যাকারদের ক্রমাগত হ্যাকারদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ফ্রান্সের বিভিন্ন ওয়েবসাইট। ফলে বাধ্য হয়েই দেশটিতে জরুরি সাইবার সিকিউরিটি অ্যালার্ট জারি করেছে।

রবিবার টুইট করে এই জরুরি সতর্কতা জারি করে ফ্রান্সের সরকারি সাইবার ডিপার্টমেন্ট।

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)কে নিয়ে কটূক্তির প্রতিবাদে ফ্রান্সের ওয়েবসাইট হ্যাক করতে শুরু করে হ্যাকাররা।

উল্লেখ্য, গত শনিবার মধ্যরাতের পর থেকে ফ্রান্সে সাইবার হামলার চালানো হয় বলে সাইবার ৭১ কমিউনিটির কয়েকজন সদস্য সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন।

হামলার শিকার হওয়ার ওইসব ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে দেখা গেছে সেগুলোতে প্রকৃত কনটেন্ট দেখা যাচ্ছে না। বরং হ্যাকারদের একটি বার্তা দেখাচ্ছে। তা হল- মহানবী (সা.)কে নিয়ে প্রকাশ্যে কটূক্তির প্রতিবাদে এই অপারেশন চালিয়েছে মুসলমান হ্যাকাররা। ফ্রান্সের সাইবার স্পেসে খুব বিপজ্জনক হামলার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা চাওয়া হবে না, এই রকম হামলা চলতেই থাকবে।

ওয়েবসাইটগুলো হ্যাকের দাবি করা হয়েছে, ‘সাইবার ৭১’ এর ফেসবুক পেজেও।

সেখানে বলা হয়েছে, যে দেশে আমাদের রাসূল (সা.)কে নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে সেই দেশের ওয়েবসাইটেই বাজছে এখন রাসূলের সম্মানে সংগীত। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সম্মিলিত সাইবার আক্রমণে ফ্রান্সের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কোম্পানির ওয়েবসাইটে সাইবার আক্রমণ পরিচালনা করেছে ‘সাইবার ৭১’ ফ্রান্স এই ন্যক্কারজনক কাজের জন্য ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত সম্মিলিত এই আক্রমণ চলতেই থাকবে। সবার আক্রমণই আমরা আপনাদের জন্য আপডেট করতে থাকব।

সাইবার ৭১ হ্যাকিং কমিউনিটির একজন সদস্য সংবাদমাধ্যমকে জানান, এখন পর্যন্ত ৪০ থেকে ৫০টি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ওয়েবসাইটে আক্রমণ চালানো হয়েছে। তিনি বলেন, সব আমরা প্রকাশ করিনি এখনও। সর্বশেষ মোট ৮টি ওয়েবসাইট প্রকাশ করেছি আমাদের অফিশিয়াল পেজে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)কে অবমাননা করার প্রতিবাদে এই সাইবার আক্রমণ করা হয়েছে। আমরা আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইট টার্গেটে রেখেছি সেগুলোতেও হামলা করা হবে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

সরকারি প্রাথমিকের শিক্ষকদের

বদলি বন্ধ

করোনাভাইরাস মহামারীর চলমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বদলি বন্ধ করে দিয়েছে সরকার।

বদলি বন্ধ রাখার নির্দেশনা দিয়ে রোববার নয়টি বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের বিভাগীয় উপ-পরিচালকদের চিঠি দেয়া হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাসের সংক্রমণজনিত কারণে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বন্ধ রয়েছে। এ অবস্থায় শিক্ষকদের সব ধরনের বদলি বন্ধ রাখা সমীচীন। এমতাবস্থায় করোনাকালীন বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় শিক্ষকদের সব ধরনের বদলি বন্ধ রাখার জন্য অনুরোধ করা হল।

দেশের সব জেলা প্রাথমিক শিক্ষক কর্মকর্তা ছাড়াও উপজেলা ও থানা শিক্ষা কর্মকর্তাদের চিঠির অনুলিপি পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, সারা দেশে ৬৫ হাজারের মতো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিন লাখের বেশি শিক্ষক রয়েছেন।

প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ, আবেদন করা যাবে বয়স ৩০ পার হলেও

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের আবেদন গত ২৫ অক্টোবর সকাল থেকে শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ৩০ বছর পূর্ণ হওয়া প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।

করোনাভাইরাসের কারণে এ বছর ২৫ মার্চ যাদের ৩০ বছর পূর্ণ হয়েছে, সরকারি চাকরিতে তাদের আবেদনের সুযোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

এ নিয়ে প্রজ্ঞাপনও জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

ওই প্রজ্ঞাপনের আলোকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। অধিদফতরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এ বছরের ২০ অক্টোবর বয়স সর্বনিম্ন ২১ বছর এবং ২৫ মার্চ ২০২০ তারিখে প্রার্থীর বয়স সর্বোচ্চ ৩০ বছর হতে হবে। তবে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও শারীরিক প্রতিবন্ধী আবেদনকারীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা ২৫ মার্চে ৩২ বছর।

সহকারী শিক্ষকদের বেতন হবে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫-এর গ্রেড ১৩ অনুযায়ী ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা।

সম্প্রতি প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক পদে অনির্দিষ্টসংখ্যক জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) অধীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের আবেদন ফি ১১০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা বাদে দেশের বাকি সব জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।